6)শাসনের বিষয়বস্তু কতপ্রকার?

Class I/Indian social Institution And Polity/Semester VI

1) শাসন কি?

*তালপত্র, ভূর্জপত্রাদিতে লিখিত রাজার নির্দেশ বা আদেশ সম্পর্কিত বিষয়কে আচার্যগণ শাসন নামে অভিহিত করেন।

2)লেখর লেখকের মধ্যে কোন কোন গুণাবলী থাকতে হবে?

*শাসনের লেখক হবেন জানপদ, অভিজাত ইত্যাদি অমাত্যগুণে অস্থিত, সকল আচার বিষয়-এ অভিজ্ঞ, সত্বর বাক্য সৃষ্টিতে নিপুন, সুবোধ্য অক্ষরসমূহ লিখতে সুদক্ষ, এবং লেখপঠনে সক্ষম।

3) লেখতে লেখককে কিসের উল্লেখ করতে হবে?

*লেখ কোন রাজার সম্পর্কে রচিত হলে, তাতে সে রাজার দেশ, ঐশ্বর্য, বংশ, ও নামের উল্লেখ থাকবে এবং তা যদি অনীশ্বর অমাত্যাদি সম্পর্কে রচিত হয়, তাহলে তাতেও দেশ ও নামের সম্মান সহ উল্লেখ থাকবে।

4)অর্থশাস্ত্রে লেখর কয়টি গুণের কথা বলা হয়েছে?

*অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্যের মতে প্রত্যেক লেখ বা শাসনের ছয়টি গুণ থাকতে হবে। সেগুলি হল ১) অর্থক্রম ২) সম্বন্ধ, ৩) পরিপূর্ণতা, ৪) মাধুর্য, ৫) উদার্য, ৬) স্পষ্টত্ব।

5)কৌটিল্য রাজলেখের কতপ্রকার বিভাগ করেছেন?

*শাসন বা রাজলেখ আট প্রকারের হতে পারে। যথা ১) প্রজ্ঞাপনা, ২) আজ্ঞা, ৩) পরিদান, ৪) পরিহার, ৫) নিসৃষ্টি, ৬) প্রাবৃত্তিক, ৭) প্রতিলেখ ও ৮) সর্বত্রগা।

6)শাসনের বিষয়বস্তু কতপ্রকার?

শাসনের বিষয়বস্তু ত্রয়োদশ প্রকার হতে পারে, যেমন ১) নিন্দা ২) প্রশংসা, ৩) পৃচ্ছা, ৪) আখ্যান, ৫) অর্থনা, ৬) প্রত্যাখ্যান, ৭) উপালম্ব, ৮) প্রতিষেধ, ৯) চোদনা ১০) সান্ত্ব, ১১) অভ্যবপত্তি, ১২) ভরতসনা ১৩) অনুনয়

7)পরিপূর্ণতা কি?

*লেখে অর্থ, পদ ও অক্ষরের ন্যূনতা বা আধিক্য না থাকাই হল পরিপূর্ণতা।

8) অর্থক্রম বলতে কি বোঝান হয়েছে?

- যথার্থ ভাবে বিষয়ের ক্রমরক্ষা। অর্থাৎ লেখের মধ্যে প্রথমে মুখ্য মুখ্য বিষয়ের উল্লেখ এবং পরে অপ্রধান বিষয়ের অবতারণা

9) পদ কাকে বলে? পদের প্রকার গুলি কি কি? সেগুলির সংজ্ঞা দাও।

*লেখ হল বাক্যের সমষ্টি, বাক্য হল পদের সমষ্টি। বর্ণসমূহের সংঘাত বা সমবায়ের নাম পদ। পদ আবার চারপ্রকার, যথা- নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, ও নিপাত।

*যে পদ সত্ত্ববাচী অর্থাৎ জাতি, গুণ ও দ্রব্যবাচক তাকে বলে নাম।

*যে পদ ক্রিয়াবাচক এবং যা লিঙ্গবিশেষশূন্য তার নাম আখ্যাত।

* প্র, পরা, অপ, সম ইত্যাদি যে সকল পদ ক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াগত বিশিষ্ট অর্থ দ্যোতিত করে তাদের বলা হয় উপসর্গ।

* চ, বা, হ ইত্যাদি অব্যয়পদগুলোকে নিপাত বলা হয়

10) কৌটিল্যমতে বর্ণ কতপ্রকার ?

*অক্ষরাদি বর্ণের সংখ্যা ত্রিষষ্ঠী (৬৩)। হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত ভেদে স্বরবর্ণের সংখ্যা ২২, ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্পর্শবর্ণের সংখ্যা ২৫, অন্তঃস্ববর্ণের সংখ্যা ৪, অযোগবাহবর্ণের সংখ্যা ৪, উষ্মবর্ণের সংখ্যা ৪, যমাক্ষর এর সংখ্যা ৪।

11) নিসৃষ্টি লেখ কি এবং কত প্রকার?

*যে লেখতে কোন কার্যকারণ বিষয়ে নিসৃষ্টি অর্থাৎ কোন আপ্ত পুরুষের প্রামাণ্যের আখ্যান স্থাপিত হয় তাকে নিসৃষ্টি লেখ বলে। এই লেখ দ্বিবিধ যথা ১) বাচিক (বচন প্রামাণ্যবিষয়ক) ও নিসৃষ্টিক (ক্রিয়া প্রামাণ্য বিষয়ক)।

* সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধিভাব ও সংশ্রয়—শাখগুন্য।

12) উপায় কত প্রকার ও কি কি?

*চারপ্রকার উপায় – সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড।

*সাম আবার পাঁচপ্রকার – ১) গুনসংকীর্তন, ২) সম্বন্ধোপাখ্যান, ৩) পরস্পরোপকার সন্দর্শন, ৪) আয়তিপ্রদর্শন, ও ৫) আয়োপনিধান।

*ভেদ দুপ্রকার, যথা- ১) শত্রুর মনে শঙ্কার উৎপাদন এবং ২) ভীতি প্রদর্শন।

*দণ্ড তিনপ্রকার, যথা- ১) বধ বা হত্যা, ২) বন্ধন তাড়নাদি রূপ পীড়াদান, ও ৩) অর্থের অপহরণ।

13) লেখের দোষ কয় প্রকার ও কি কি?

*শাসনে যেমন গুন থাকবে, তেমনই তাকে হতে হবে দোষমুক্ত। লেখের দোষ হল ৫ টি, যথা- অকান্তি, ব্যাঘাত, পুনরুক্ত, অপশব্দ ও সংপ্লব।

14) বাক্য কাকে বলে?

*যে পদসমূহের দ্বারা পূর্ণ বা নিরাকাক্ষ অর্থ বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয় সে পদসমূহের নাম বাক্য।

15) সমগ্র ‘অর্থশাস্ত্র’ গ্রন্থটি কতগুলি অধিকরণে বিভক্ত? ‘শাসনাধিকার’ কোন অধিকরণের অন্তর্গত?

*পঞ্চদশ অধিকরণে বিভক্ত। ‘শাসনাধিকার’ অধ্যায়টি ‘অধ্যক্ষপ্রচার’ নামক দ্বিতীয় অধিকরণের অন্তর্গত।